শিক্ষা সমাজ দেশ

অন্তর্বর্তী সরকার: দেশোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা অন্তত গঠন করুন

– ড. হাসনান আহমেদ

(প্রকাশিত শিরোনাম: দেশোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়তে হবে)

সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত'। সে অর্থে মাস্টারসাহেবের দৌড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যন্ত হবার কথা। আমার মতো বেশ কিছু মাস্টার ও নন-মাস্টারের দৌড় বড়জোর দৈনিক যুগান্তর পর্যন্ত। এ লেখায় যুগান্তর পেরিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার পর্যন্ত যেতে চাই। একটা কারণ হচ্ছে: এদেশে তদবিরে সব হয়; আমাদের পক্ষে তদবির করার কেউ নেই। অন্যটা হচ্ছে: সেই প্রথম থেকে দৈনিক যুগান্তর 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের' পৃষ্ঠপোষকতা ও শিক্ষা-সেবা আত্মপ্রকাশের মূলনীতি দেশব্যাপী জনসমক্ষে প্রকাশ করে আসছে। এটাও পত্রিকার একটা জনসেবামূলক কার্যক্রম। তারাও চায় এদেশের মানুষ সুশিক্ষিত ও দেশপ্রেমী হোক। এজন্যই এ আবেদন-নিবেদনটুকুও যুগান্তরের মাধ্যমেই করতে চাই। 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' এদেশের মানসম্মত শিক্ষা ও সেবার উন্নয়নে নিয়োজিত একটা অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষাকে একসাথে নিয়ে কাজ করে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার শত শত সুশিক্ষিত ব্যক্তি, শিক্ষা-গবেষক, অসংখ্য শিক্ষাবিদ সামাজিক এ আন্দোলনের সাথে জড়িত। দেশের কল্যাণে নিজেদের পকেট থেকে অর্থ খরচ করে আমরা 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' টিকিয়ে রেখেছি ও সাধ্যমতো সেবা দিয়ে যাচ্ছি, জনসচেতনতা বাড়াচ্ছি। এদেশে শিক্ষাও অবহেলিত, তাই শিক্ষকরাও অবহেলিত। আমরা যত শিক্ষাব্যবস্থাই তৈরি করছি, তা সময়োপযোগী এবং দেশোপযোগী হচ্ছে না বলে দেখছি। এ দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করাও কঠিন বলে আমাদের মনে হয়। এদেশের রাজনীতিকরা রাজনীতি নিয়ে সদা ব্যস্ত। তাদের এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভাবার সময় কোথায়! এছাড়াও যারা ভাবেন, তাদেরও ক্ষীণদৃষ্টি আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এর আগেও আমরা পতিত সরকারের বড়কর্তাদের সামনে একাধিক সেমিনার করেছি; তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, শিক্ষা ও সেবার এ পদ্ধতি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আমাদের দেশের উপযোগী ও বাস্তবায়নযোগ্য, তারা শান্ত্বনা দিয়েছেন বটে, কিন্তু বাস্তবে তাদের বদ্ধমূল আদর্শের বাইরে কিছুই করেননি। মূলত তারা ধর্মবিদ্বেষী একটা গোষ্ঠীর হাতে বরাবরই শিক্ষাব্যবস্থা তৈরির ভার ছেড়ে দিতেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীকে অন্য কোনো আধিপত্যবাদী জনগোষ্ঠীর নিগড়ে বেঁধে ফেলা। পরিণতি আমরা সবাই দেখছি।

আমরা সেই শিক্ষাব্যবস্থাকেই আদর্শ ব্যবস্থা বলবো, যেখান থেকে জনগোষ্ঠী মানসম্মত শিক্ষা পাবে। দেশে দেশপ্রেমী মানুষ তৈরি হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা-সেবার প্রক্রিয়া একসাথেই চলতে থাকবে। দুর্ভাগ্য, রাজনৈতিক সরকার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অতটা সময় ব্যয় করতে চায় না। কাজ করার সময় বেছে বেছে দলীয় লোকজন ছাড়া তাদের আসরে অন্য কেউ কল্কে পায় না। এবারও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তথৈবচ কিছু হচ্ছে, দেশোপযোগী ও স্বাধীনতা রক্ষার উপযোগী তেমন কিছু হচ্ছে না; একথা আমরা

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। বড়োজোর বিতর্কিত কিছু টেক্সট পরিবর্তন করে দেওয়া, মূল্যায়ন পদ্ধতির একটু হেরফের করে দেওয়া। এটুকু পরিবর্তন একটা স্বাধীন দেশোপযোগী স্বকীয় সত্তায় উদ্ভাসিত মানবিকতাবোধ-সঞ্চারক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা হতে পারে না। তেপ্পান্ন বছরের ভোগবাদী-অন্তঃসারশূন্য শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বর্তমান এ পরিণতির জন্য দায়ী।

আমাদের চিন্তিত এ পদ্ধতি ও মডেলে সামাজিক শিক্ষা, সমাজ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন একীভূত করে দেখা হয়। এছাড়া স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা নির্বিশেষে 'ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষাপদ্ধতি' প্রয়োজন। সেজন্য এ টেকনিক এবং শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা এদেশে নিশ্চিতভাবেই অধিকতর প্রয়োগযোগ্য। এই তেপ্পান্ন বছর ধরে তো দেখছি, এদেশের রাজনীতিকদের কাছে দেশের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষক ও পেশাদারদের তুলনায় লাঠিয়াল বাহিনীর নেতা ও যারা রাজনীতি করতে গিয়ে জেল-জুলুম ভোগ করেছেন, তাদের গুরুত্ব বেশি। দেশের উন্নয়নমূলক কোনো কাজের মেধা ও যোগ্যতা আছে, কি নেই– এটা কোনো বিবেচ্য বিষয় হয় না। নির্বাচনে জেতার সাথে সাথে পদ ভাগ-বাটোয়ারা নিয়েই যেখানে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়, সেখানে বিভিন্ন পেশাদার ও গবেষকদের মূল্যায়ন কতখানি? এসব বিবেচনায় নির্দলীয় অন্তর্বর্তী সরকার একটা ভরসার জায়গা হতে পারতো, অন্তত সেখানে সংস্কার আছে, রাজনীতি নেই; তবে সম-ঘরাণার দৌরাত্ম্য ও তদবিরের মর্যাদা আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ অনুমান সত্য নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা উপেক্ষিত ও অসহায়। সব শিক্ষকের টাকার নেশা না থাকলেও দেশের শিক্ষা ও সেবার বিষয়ে গলদটা কোথায় এবং কিভাবে অতি সহজে এগুলো দূর করে এ জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত ও মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা সহজ হয়; কোন পদ্ধতি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় একসাথে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সার্থকভাবে বাস্তবায়ন সহজসাধ্য হয়; এগুলো গবেষণার বিষয় হলেও এ পদ্ধতি ও টেকনিকগুলো আমাদের নখদর্পণে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান আমাদের পেশা ও ব্রত। এখন প্রশ্ন, শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ দান কি হচ্ছে? নিজেদের ঢোল নিজে না পেটাতে পারলে অন্যের কর্ণকুহরে শব্দ প্রবেশ করানো এ যুগে কঠিন। আমরা সার্ভিস দিতে প্রস্তুত, লাভটা কিন্তু পুরোটাই এই জনগোষ্ঠীর।

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যদি বাংলাদেশি জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে অন্য জাতি-গোষ্ঠী থেকে আলাদা স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রবোধ তৈরি করা না যায়, তবে বাংলাদেশিরা দেশপ্রেম, জাতীয় উন্নয়ন ও দেশাত্মবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হবে; যে একটি কারণে আমরা তেপ্পান্ন বছর ধরে ভুগছি। আমরা বাঘের ভয়ে উঠেছি গাছে, ভূত বলছে পেয়েছি কাছে'। এই দোদুল্যমানতা নিয়েই তো আমরা বাংলাদেশে বাস করছি। আমি নিশ্চিত, এই ছাত্র-জনতার বিপ্লবের পরও শিক্ষার নামমাত্র ও আংশিক পরিবর্তন ছাড়া আশানুরূপ কিছু হবে না, যা নিয়ে আমরা আবারো অনির্দিষ্টকাল ভুগতে চলেছি। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে অন্তত স্বাধীন দেশের উপযোগী একটা ভালো শিক্ষাব্যবস্থার শুরু করা যেত। সে সময় এখনো হাতে আছে। এদেশের সামাজিক শিক্ষা খুব উন্নত, নাকি ক্রমাবনতিশীল, প্রত্যেক সচেতন মানুষ অবহিত। আমাদের গবেষণায় বলে, অবনতিশীল সামাজিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মানকেও ঠেলে নীচে নামায়, আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবনতিশীল মানও সামাজিক শিক্ষাকে নিম্নমুখী করে। এটাকে আমরা 'ভিশাস সার্কেল'ও বলতে পারি। একটি চলক অন্য চলকের ওপর সহ-নির্ভরশীল পজিটিভ প্রভাব বিদ্যমান। এসবই প্রমাণ করে আমরা কোথায় চলেছি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থার কার্যক্রম একসাথে হওয়া দরকার।

এদেশ আমাদের, একথা সংবিধান বললেও বাস্তবে আমরা আমাদের দেশ বলে দাবি করতে পারি না। দুচোখে যা দেখি: এদেশ লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধানদের এবং চাটুকারদের। যাদের যোগ্যতা আছে, দেশকে দেবার অনেক কিছু আছে, তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নেই। যাদের লাঠির জোর আছে, তোষামোদকারি আছে, তারাই ক্ষমতাধর, সর্বেসর্বা; সব অধিকার ও কর্তৃত্ব তাদের, আমরা তাদের প্রজা; অলক্ষ্যে চিরবিদায় নিতে হবে। এত শক্ত কথা লিখতে আমি বাধ্য হচ্ছি; লজ্জাও পাচ্ছি। কিন্তু বাস্তবতা হলো: না লিখে গত্যান্তর নেই। ঢাকঢাক-গুঢ়গুড় না করে সত্য কথা বলে ফেলাই ভালো। কারণ জীবনসূর্য অস্তগামীপ্রায়, অথবা যে কোনো সময় মেঘে ঢেকে যাবে। এর মধ্যে 'প্রতিবেশী বন্ধু' আমাদের অস্তিত্ব ধরে টান দিচ্ছে। এদেশে তাদের পোষা গোলাম বাদে সবাইকে বিশ্বের কাছে 'জঙ্গি' ও 'সংখ্যালঘু নির্যাতনের দেশ' বলে চালিয়ে দিচ্ছে। নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, 'আমি তো কারো কেনা গোলাম নই, আমি কি জঙ্গি? 'বন্ধু' আয়না দিয়ে নিজের চেহারাটা আদৌ দেখতে ইচ্ছুক নয়। নিত্য যেখানে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও পিটিয়ে সংখ্যালঘু মারা হয়। এখানেই 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে' কথাটার স্বার্থকতা। একথা মাঝেমধ্যেই লিখি যে, বিশ্বব্যাপী থিও-পলিটিক্যাল নিষ্পেষণ চলছে, দুর্বল রাষ্ট্রের প্রতি সবলের অত্যাচার ও মিথ্যাচার চলছে। অন্য শক্তিধর দেশের গোলামি করেও কেউ কেউ জোর-গলায় কথা বলে। সেজন্য মূলত বর্তমানে দেশরক্ষা ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি গড়ার জন্যও দেশোপযোগী সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা অধিক প্রয়োজন। আমাদের কাছে সামাজিক শিক্ষার আশু উন্নয়নের নির্ভরযোগ্য মডেল আছে, যা একাধিকবার এ কলামে প্রকাশিত হয়েছে।

এদেশে যতবার নতুন করে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে, বিষয়টাকে তারা এভাবে ভাবেননি, অন্তত দেশরক্ষার জন্য হলেও স্বদেশপ্রিয় সুশিক্ষিত মানুষ প্রশিক্ষণ দিয়ে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তৈরি করা দরকার, যাদেরকে প্রকৃতপক্ষে দেশ-সম্পদ বলা যাবে। আমরা লেখা ও পড়ার নাম করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেশে মানব-আপদ, দুর্নীতিবাজ, দেশ-বিক্রেতা ও গোলাম শ্রেণি তৈরি করছি। সামাজিক শিক্ষার উন্নতি ছাড়া দেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতি সম্ভব নয়, এটাও তারা ভাবেননি। আবার সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে কর্মমুখী শিক্ষা ছাড়াও জীবনমুখী শিক্ষা এবং মানবতাবোধ-সঞ্চারক শিক্ষা, দেশপ্রেম শিক্ষা অবশ্যম্ভাবী। নিজতন্ত্র অথবা কতিপয়তন্ত্র পুরো জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এজন্য শিক্ষাব্যবস্থার এ দীনহীন অবস্থা। আবার যে শিক্ষাব্যবস্থা নতুন করে তৈরি করা হয়, বাস্তবায়ন সমস্যা নিয়ে ভাবা হয় না। তাই বাস্তবায়ন সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। সেজন্য বাস্তবায়ন সমস্যার সমাধান আগে করা প্রয়োজন। নইলে বাজেটের টাকা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু শিক্ষার মান বাড়বে না। যত নীতিকথাই খাতা-কলমে সুপারিশ করা হোক না কেন, বাস্তবে লবডঙ্কা হবে। যত অপাঙ্‌ক্তেয় কথাই বলি না কেন, সবকিছুকে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়। কিন্তু না বুঝতে চাইলে তাদের কাছে এই নিশ্চয়তার কী মূল্য আছে! আমরা মূলত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও সেবার উপায় ও অবলম্বন নিয়ে দাদীর কবর থেকে অনেক দূরে বসে কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ করছি। তাই নিজেদেরকে তুলে ধরতে বাধ্য হচ্ছি। এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলছে এবং আবারো যা হতে চলেছে। আমরা কোনোভাবেই এগুলোকে মেনে নিতে পারছি না। এতে আমাদের মতো স্বাধীনচেতা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মিটবে না। আমাদের দেশে 'পার্শবর্তী বন্ধু রাষ্ট্রের স্বার্থ' রক্ষা করা গাদ্দারের অভাব নেই; এরা লেন্দুপ দর্জির বংশধর। এরাই এদেশের স্বাধীনতার

অতন্দ্র প্রহরীর দাবিদার। মীর জাফর আলী খানের মতো পরাধীনপ্রেমীর রক্ত যাদের শরীরে মিশে গেছে তাদের প্রত্যাবর্তনের আশা শেষ। এরা পরশাসিত-আনুগত্যশীল শিক্ষাব্যবস্থার দিশারি।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক শিক্ষা, যেমন– নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া; প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও দেশসেবার মনোভাব জাগ্রত করা; ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি জাগিয়ে তোলা; জনগোষ্ঠীর পজিটিভ মানসিকতা ও জীবনমান উন্নয়নমুখী শিক্ষা, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সফট স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ একসাথে দেওয়া। সন্ধ্যাবেলা স্কুল ও মাদ্রাসার অব্যবহৃত কক্ষ ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের নানামুখী জীবনভিত্তিক উন্নয়নমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যায়। প্রয়োজন শুধু উদ্যোগ সৃষ্টির ও স্থানীয় প্রশাসনের সদিচ্ছা। এসব কাজ সমন্বিতভাবে করতে হলে সমাজের অভ্যন্তরভাগ থেকে কিছু সুশিক্ষিত, সমাজহিতৈষী ও ধার্মীক লোককে বেছে নিতে হবে। এরা এখনো সমাজেই বসবাস করেন। ধার্মীক বলছি এই কারণে, মানবসেবা ও সৃষ্টিসেবা একটা বড় ইবাদত বা উপাসনা, এটা মানবসেবীকে বোঝাতে হবে। গ্রামীণ সমাজে দিনশেষে সাধারণ মানুষ চা-র দোকানে গল্পগুজব করে সময় কাটান। কেউবা রাজনৈতিক কুটকৌশল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অবসর সময়কে জীবন উন্নয়নমুখী কাজে ব্যবহার করা যায়। প্রতিটা ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নেওয়া প্রয়োজন। তবে সেক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নামটা একটু টেনে লম্বা করা বাঞ্চনীয় হবে। মূলত মানুষের অসাধ্য বলতে কিছু নেই। আমরা রাজনীতিকরা এদেশের মানুষগুলোকে অমানুষ ও স্বার্থবাদী বানিয়েই উন্নয়নের সব দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। এখান থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ কাজ। ইচ্ছা থাকলে উপায়ের অভাব নাই। লালন গেয়েছিলেন, ‘এই মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ রতন’।

(২ ডিসেম্বর ২০২৪ দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ; web: pathorekhahasnan.com